চিড়িয়াখানা

লীলা মজুমদার

মনের দুঃখে রেগেমেগে বিশু ঐ বনে এসেছিল । বাবা বলেন বন নয়, বনভূমি । ওখানে ডাকাত, হিংস্র জানোয়ার ইত্যাদি কিচ্ছু নেই । এ বন ঘরের চেয়েও নিরাপদ ।

এ জায়গাটা বড় ভালো । কেমন রাগ পড়ে যায় । ত্রিশ হাত উঁচু থেকে ঝর ঝর করে দিনরাত জল পড়ে তলায় একটা ছোট্ট গোল দীঘি হয়েছে ।

সেই দীঘি থেকে একটা নদী বেরিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে।

টলটল করছে পরিষ্কার জল। তলা দেখা যাচ্ছে। বালি। বালির ওপর নানা রঙের নুড়ি গড়াচ্ছে - সাদা, হলুদ, গোলাপী, লাল, কুচকুচে কালো। ছোট ছোট মাছ বিদ্যুতের মত ঝলক দিচ্ছে। নুড়ির আড়াল থেকে বড় মাছগুলো জুলজুল করে বিশুর পায়ের দিকে তাকাচ্ছে। জলের তলায় পায়ের আঙ্গুলগুলো কেমন সুন্দর ফরসা দেখাচ্ছে।

ঝুপ করে এক পাটি জুতো বগল থেকে খসে জলে পড়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল। অমনি বুড়ো-আঙ্গুলের-নখ-ছ্যাঁচা একটা হাত খপ করে জুতোটি তুলে ধরে বলল, 'নাও। জল নেড়ো না। মাছ পালাবে!'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বিলু রেগে মেগে কোথায় গিয়েছিল ?
2. দীঘিতে কত উঁচু থেকে জল পড়ে ?
3. নদী কোথা থেকে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে ?
4. বালির ওপর কী গড়াচ্ছে ?
5. স্রোতের জলে কী পড়ে ভেসে গেল ?

বিশু চেয়ে দেখল এক বেজায় বুড়ো হাঁটু মুড়ে জলের ধারে রোদে বসে। তার হাতে একটা ছোট ছিপ, পাশে, সরু-মুখ চুপড়ি। তাতে একটাও মাছ নেই। বিশু বলল, 'তোমার পাথরে একটু রোদ্দুরে বসি ?'

বুড়ো ফোক্‌লা মুখে এক গাল হাসল, 'বস, বস, খুব খুসি হলাম। তাছাড়া পাথর ও আমার নয়, রোদ-ও আমার নয়। কিন্তু নড়াচড়া হট্টগোল করো না, তাহলে আমার মাছ পালাবে। অবিশ্যি মাছও আমার নয়।'

বিশু রোদে পা গরম করতে আর বুড়োর মাছ ধরা দেখতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শীতে একটা আধ - বিঘৎ মাছ গাঁথল। বুড়ো চটপট সেটি তুলে যত্ন করে বঁড়শী খুলে, মাছটাকে চুপড়িতে না ফেলে, জলে ফেলে দিল। বিশু দেখে অবাক। আবার মাছ পড়ল, আবার তাকে জলে ফেলা হল। জলে মাছ কিলবিল করছে।

এমনি করে সাতটা মাছ ফেলা হলে পর, বিশু জিজ্ঞাসা না করে পারল না, 'ছেড়েই যদি দেবে ত ধরছ কেন ?'

লোকটা অবাক হল । 'ছাড়ব না ত কি করব ?'

'কেন, চুপড়িতে রাখবে ।'

'তাহলে ত মরে যাবে ।'

'বাঃ, মরবে না ? জ্যান্ত ত আর খাওয়া হবে না ।'

বুড়ো বঁড়শী গুটিয়ে বলল, 'আমি মাছ মাংস ডিম খাই না ।'

'খাও না ধরছ কেন ?'

'মাছ ধরতে মজা লাগে তাও জান না ? চল, ওঠ ।'

'কোথায় যাব ?'

'আমার ঘরে চল, কালো বেরি খাওয়াব ।'

কালো বেরি বড় মিষ্টি । বিশু খালি চুপড়িটা হাতে নিয়ে তার ঘরে গেল । ঘর ত্ নয়; আধখানা তার পাহাড়ের গায়ে পাথরে গুহো । তার সামনে গাছের গুঁড়ি বসিয়ে তিন দিকের দেয়াল হয়েছে, ছাদ হয়েছে, দেয়ালে তাক হয়েছে, সামনের অর্ধেকটা জুড়ে দরজা হয়েছে । ঘর রোদে ভরে গেছে । তাকের সামনে জাল লাগিয়ে খাঁচা হয়েছে । খাঁচা ভরা ছোট বড় পাখি, সাদা লাল নীল সবুজ মেটে ছাই হলুদ কালো । নাচছে, কুঁদছে, গান গাইছে। দেখে বিশু অবাক ।

'কোথায় পেলে এদের ? আকাশের পাখিকে

পড়ে কী বুঝলে ?

1. জলের ধারে কে বসেছিল ?
2. মাছ কোথায় গাঁথা পড়ল ?
3. বিশু মাছ কোথায় রাখতে বলল ?
4. বুড়ো মাছ কেন ধরতো ?
5. বিশু বুড়োর ঘরে কী দেখতে গেল ?

খাঁচায় পোরা নিষ্ঠুর কাজ ।'

'কুড়িয়ে আনলাম । ডানা ভাঙা, ঠ্যাং খোঁড়া ! আকাশে এরা কেউ উড়তে পারে না । ছেড়ে দিলে কাগ প্যাঁচারা ঠুকরে খাবে !' 'ঐ বেজিটা কেন ? যদি পাখি ধরে ?' 'ওর তিনটি ঠ্যাং । কামড়ানো- ফাঁদে পড়েছিল । কোথায় যাবে ও ?'

'সাপ মারে আশা করি ?'

'কি জ্বালা ! বলছি সামনের একটা ঠ্যাং নেই, সাপ ধরবে কি করে ? কামড়ে দেবে না ? সাপের ভয়ে ও পাখির খাঁচার ছাদে চড়ে বসে।'

'তবে ঐ ধেড়ে কালো সাপ কেন ?'

'ও ত ধ্যানশ ওর বিষ নেই । শিরদাঁড়া ভাঙা, চলতে পারে না । বাইরে বেরুলে শেয়াল খাবে।'

'তাহলে শেয়ালটা রেখেছ কেন ?

'ও চোখে দেখে না; যাবেটা কোথায় ?'

'ওরা কি খায় ?'

'কি আবার খাবে, আমি যা খাই তাই খায়। বনের ফল-পাকুড়, শাঁকালু, মিঠে আলু ছাগলের দুধ দিয়ে মকাই সেদ্ধ । আমার ছাগলকে বাইরে চরতে দেখনি ?'

'গন্ধ পেয়েছি । কিন্তু এত সব পুষতে কিছু টাকা ত লাগে কোথায় পাও?'

বুড়ো তখন তার বুনো ভুরুর তলা থেকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'জোগাড় করি ।'

বিশু বলল, 'তুমি মরে গেলে, এদের কে

দেখবে?' বুড়ো হাসল । 'কেন চানু দেখবে। সে রোজ রাতে এসে আমার ঘরদোর সাফ করে । সাপটার শীত লাগে, কারো গা ঘেঁসে না শুলে ও বাঁচবে না । তাই চানু ওর পাশে শোয় । সারাদিন খেটেখুটে রাতে এখানে এসে নিরাপদে থাকে । আর কালো বেরি খাবে না ?' বিশু উঠে পড়ে বলল, 'না চলি । দেরি করলে মা আমাকে খুঁজতে ন্যাপাকে পাঠাবে । তুমি ভেবো না বুড়ো, আমি কাউকে কিছু বলব না। আবার আসব ।'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বেজি কোথায় পড়েছিল ?
2. দীঘি মানে কী ?
3. জানোয়ার কী খায় ?
4. চানু কী করে ?
5. বিশু দেরি করলে তার মা কাকে খুঁজতে পাঠাবে ?

জেনে রাখো

নিরাপদ — যেখানে কোনো বিপদ নেই ।

নুড়ি — পাথরের টুকরো ।

বঁড়শী — যা দিয়ে মাছ ধরা হয় ।

নিষ্ঠুর — যার দয়া নেই ।

দীঘি — বড় জলাশয় ।

হট্টগোল — গোলমাল

চুপড়ি — ঝুড়ি ।

পাঠ পরিচয়

তোমরা নিশ্চয়ই অনেকে চিড়িয়াখানায় গিয়েছ ও জন্তুজানোয়ার দেখেছ । বিশু একদিন এক বুড়োর ভাঙা পাহাড়ের বাড়িতে অনেক ডানা ভাঙা পাখি, ঠ্যাং ভাঙা বেজি, কানা শেয়াল ও শিরদাঁড়া ভাঙা সাপকে দেখে অবাক হয়ে যায় । অসহায় পাখি ও জানোয়ারদের দেখলে তোমরাও নিশ্চয়ই কষ্ট পাও । কাজেই যারা নিজেরা কিছুই করতে পারে না, তাদের সাহায্য করা আমাদের উচিত ।

পাঠবোধ

1. **ঠিক বাক্যগুলির পাশে (√) চিহ্ন দাও আর যেগুলি ঠিক নয়, তার পাশে (X) চিহ্ন দাও —**

   (ক) বনভূমিতে ডাকাত ও হিংস্র জানোয়ার ছিল ।

   (খ) বুড়োর পাশে চুপড়িতে মাছ রাখা ছিল ।

   (গ) বুড়ো মাছ মাংস ডিম খেত না ।

   (ঘ) কালো বেরি খুব মিষ্টি ।

   (ঙ) বুড়ো মরে গেলে জানোয়ারদের চানু দেখবে ।

অতি সংক্ষেপে লেখো

2. বনে হিংস্র জানোয়ার ছিল কি ?
3. দীঘির জল কেমন ছিল ?
4. বিশুর জুতো কে তুলে দিল ?
5. কালো বেরি বিশুকে কে খেতে দিতে চাইল ?
6. বুড়োর পোষা জানোয়ারদের কে দেখাশোনা করতো ?

সংক্ষেপে লেখো

7. বিশু বনে কেন এসেছিল ?
8. বালির ওপর কী কী রঙের নুড়ি ছিল ?
9. বেজির কটা ঠ্যাং ছিল ?
10. বুড়ো ধ্যানশ কাকে বলেছিল ?
11. চানু কে ? চানু কোথায় শোয় ?
12. বিশু তার বাড়ি ফেরার সময় বুড়োকে কী বলেছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

13. বিশুর দেখা চিড়িয়াখানা সম্পর্কে নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ (উল্টো শব্দ) লেখো

যেমন, দিন — রাত

পরিষ্কার	যাওয়া
আশা	দুঃখ
কালো	শীত

2. বাক্য তৈরি করো

বনভূমি	চুপড়ি
দীঘি	বালি
গন্ধ	নুড়ি

3. লিঙ্গ পরিবর্তন করো

বুড়ো

প্যাঁচা

বাবা

জেনে রেখো

লিঙ্গ শব্দের অর্থ হলো লক্ষণ বা চিহ্ন। যে চিহ্ন বা লক্ষণের সাহায্যে পুরুষ অথবা স্ত্রী জাতি বোঝানো হয় তাকে লিঙ্গ বলে। অপ্রাণী বাচক কোন জিনিসকে বোঝাতেও লিঙ্গের ব্যবহার হয়। যে শব্দে পুরুষ জাতি বোঝায়, তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী জাতি সম্পর্কে ধারণা

হয় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যে শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কোন কিছুকেই না বুঝিয়ে কোন বস্তু বা জিনিস সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন — রাজা, সিংহ, ছাত্র, (পুংলিঙ্গ)। রাণী, সিংহী, ছাত্রী, (স্ত্রী লিঙ্গ)। জল, কাঠ, পাথর (ক্লীবলিঙ্গ)।

4. তোমরা নিশ্চয়ই চিড়িয়াখানা দেখেছ। সেখানে কী কী দেখেছ ? সে বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো।

5. শব্দগুলি জেনে রাখো

রেগেমেগে,	কাপড়-চোপড়,	এঁকে - বেঁকে,
ঝর-ঝর,	দিনরাত,	টলটল,
কুচকুচে,	জুলজুল,	নড়াচড়া।